দৈনিক জনকণ্ঠ

১।০

তারিখ ... 15 JAN 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২ .....

ওরা পাস করেও ফেল হলো

অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, অবহেলা আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার মাধ্যমে একের পর এক সমস্যা ও সঙ্কট সৃষ্টি করে কখনও দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর, কখনওবা ভিন্ন ভিন্ন অংশের ধৈর্য ও সহনক্ষমতা-পরীক্ষার যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে এখানে। কেবল মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করলেই নবীন প্রজন্মকে নিয়ে এই পরীক্ষাকার্যটি কি বেগবান হয়েছে, তা নজরে আসে। বিগত বছরে পরীক্ষাগ্রহণ, রেজিস্ট্রেশন প্রদান, পরীক্ষার ফলপ্রকাশ. ইত্যাদিতে যে-অবহেলা, গাফিলতি, ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে, যেভাবে এসবের দায়-দায়িত্ব কখনও পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের ওপর——কখনও কম্পিউটারের ওপর চাপানোর চেষ্টা হয়েছে এবং এসবের শিকার হয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা যেভাবে হয়রান ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সেকাহিনী জনগণের স্মৃতিতে এখনও তরতাজা। ইংরেজী নতুন বছরে গত বছরের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটুক, শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও নৈরাজ্য বিরাজ করুক, এটা কারও কাম্য হতে পারেনা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এ-দেশে সবার যা কাম্য, তা প্রায়ই ঘটেনা, ঘটে বিপরীতটা। চারটি শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন পাঠ্যসূচী প্রবর্তন ও অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষাগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃষ্ট বিভ্রান্তি, ক্ষোভ ও তার উগ্র বহির্প্রকাশজনিত পরিস্থিতি সামাল দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যখন ব্যস্ত, ঠিক সেইসময়ে আরেকটি খবর যেন বোমার মতো বিস্ফোরিত হলো। দৈনিক জনকণ্ঠে গত শনিবার প্রকাশিত খবরটিতে জানা গেল যে, গত বছর কুমিল্লা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গৃহীত এসএসসি পরীক্ষার পাস-করা প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রীর ফল বাতিল করা হয়েছে। ফল প্রকাশের সাড়ে চার মাস পরে তা বাতিলের কারণ নাকি রেজিস্ট্রেশনের গণ্ডগোল—অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ রেজিস্ট্রেশন। ত্রুটিপূর্ণ রেজিস্ট্রেশন হলো কেন? এসম্পর্কে প্রকাশিত খবরটিতে বলা হয়েছে, বোর্ডের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কিছু স্কুলশিক্ষকের যোগসাজশে কাজটি হয়েছে। বোর্ডের কর্মকর্তারা ত্রুটিপূর্ণ ফরম পাঠিয়েছে এবং শিক্ষকরা জেনেশুনে সেসব পূরণ করে পাঠিয়েছেন।

রেজিস্ট্রেশন-কেলেঙ্কারি গত বছরও ঘটেছিল যশোর বোর্ডে, যশোর বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৩৮০টি স্কুলের প্রধানশিক্ষকের যোগসাজশে। মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে তাঁরা রেজিস্ট্রেশন দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ৩৮০টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেই ব্যবস্থা কি যে, ১৫ হাজার পরীক্ষার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছিল, তাদের ও তাদের অভিভাবকদের মানসিক কষ্ট ও আর্থিক দণ্ডের ক্ষতিপূরণ হতে পারে? অবশ্যই না। এ-জন্যই দাবি উঠেছিল ক্ষতিগ্রস্ত ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীকে ক্ষতিপূরণ দানের। দাবিটির প্রতি কর্ণপাত করা হয়নি।

কুমিল্লা বোর্ডের ঘটনাটি যশোর বোর্ডের ঘটনার অনুরূপ। এখানে ত্রুটিপূর্ণ রেজিস্ট্রেশনের সকল দায়-দায়িত্ব নাকি চাপানো হয়েছে প্রায় দুই শতাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘাড়ে। তাঁদের বেতন এক বছরের জন্য স্থায়ীভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, বোর্ডের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী ত্রুটিপূর্ণ ফরম পাঠায়, একই নম্বরের একাধিক ফরম বিভিন্ন স্কুলে পাঠায়, তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বা হবে? এ-বিষয়ে প্রকাশিত খবরটি নীরব। আর, যেচার হাজার ছাত্রছাত্রী এভাবে প্রতারিত হলো, পাস করেও ফেল হয়ে গেল, তাদের কি হবে? যে, মানসিক আঘাত তারা পেল-কিভাবে তারা সেটা কাটিয়ে উঠবে? প্রতারণার শিকার এই চার হাজার ছাত্রছাত্রী কি এ-আঘাত সামলে উঠে আবার শুরু করতে পারবে শিক্ষাজীবন? যে-শ্রম ও অর্থের অপচয় ঘটল তাদের, কিভাবে তা পূরণ হবে? ওরা যেভাবেই হোক, পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে। দুর্নীতি যারা করেছে, তারা শাস্তি পাক। এদের ফল বাতিল হবে কেন? বলা বাহুল্য, প্রশ্নগুলো জনমনে উঠবেই।

যশোর বোর্ডের কেলেঙ্কারির পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুমিল্লা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে যা ঘটল, এটা শিক্ষাক্ষেত্রে ও শিক্ষাপরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিকে পুনরায় আকর্ষণ করল। গত ১৩ জানুয়ারি দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত আরেকটি খবরে দেখা যায়, কাগজ-সঙ্কটের কারণে মার্চের আগে নবমশ্রেণীর পাঠ্যবই পাওয়া যাবেনা। বছরের শুরুতেই পাঠ্যবইয়ের অভাব এবং তজ্জনিত বিভ্রান্তি ! আরও উদ্বেগের কথা, এ-পরিস্থিতির সুযোগে টেট বুক বোর্ডের মূল্যনির্ধারণ কমিটির জনৈক কর্মকর্তার যোগসাজশে নবমশ্রেণীর কৃষিবিজ্ঞানের একটি বইয়ের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে নাকি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৭০ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করে নেয়া হয়েছে। এ-ধরনের অতিরিক্ত মূল্য নাকি অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রেও আদায় করা হয়েছে। এগুলো তুচ্ছ অভিযোগ নয়। এগুলো জনগণকে জানিয়ে দেয় যে, জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে-বেপরোয়া হরিলুটের কারবার চলছে, তা এখানেও চলছে। আমরা জানিনা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষ কিভাবে এ-পচন রোধ করবে। তবে, মলম লাগিয়ে কোন ফল হবেনা—এটা অত্যন্ত স্পষ্ট।